প্রশ্ন :-)হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর:-) হরপ্পা সভ্যতার মতো বিশাল সভ্যতায় ধর্মব্যবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে তথ্য যথেষ্টই কম। তবে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর নির্ভর করে এই সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়।

দেবগৃহ হীন হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত মাতৃমূর্তি, লিঙ্গ জাতীয় প্রতীক, স্নানাগার, সীলমোহরে অঙ্কিত বিভিন্ন প্রতিকৃতি এই সভ্যতার ধর্মীয় ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সীলে মাথা নীচের দিকে ও পা ওপরের দিকে করে একটি নগ্ন নারীমূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। একটি চারাগাছ এই নারীমূর্তির গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে। মনেহয় পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ইঙ্গিত তুলে ধরা হয়েছে এই মূর্তির মাধ্যমে। আরেকটি সীলে অঙ্কিত একটি পিপুল গাছের মাঝখানে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির প্রতিকৃতি পাওয়া যায় যাকে বৃক্ষ দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরেকটি সীলে তিনমুখ বিশিষ্ট পশু পরিবৃত্ত যোগাসণে উপবিষ্ট একটি পুরুষের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। যাকে এ. এল. ব্যাসাম “আদি শিব” বলে চিহ্নিত করেছেন।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োয় অজস্র মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে যে গুলির পায়ের কাছে ভুসো কালির

চিহ্ন পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় এখানে মাতৃকা মূর্তি পূজোর প্রাধান্য ছিল। এছাড়াও পাথরের তৈরী অসংখ্য লিঙ্গ ও যোনির পরিচয় মিলেছে যেগুলি উর্বরতা শক্তির পরিচায়ক।

বৃষ, হাতি, সাপ প্রভৃতি প্রাণীর উপাসনাও হত হরপ্পায়। এছাড়াও একশৃঙ্গ চতুস্পদ একটি প্রাণীর (ইউনিকর্ণ) অস্তিত্ব প্রচুর পরিমানে পরিলক্ষিত হয়। হরপ্পার ধর্মীয় জীবনে বৃক্ষপূজার ও প্রচলন ছিল। অশ্বত্থ গাছ ও পাতার ছবি সীলমোহর ও মৃতপাত্রে পাওয়া গেছে।

বর্তমানে অলচীন দম্পতি (রেমন্ড অলচীন ও ব্রীজেন অলচীন) কালিবঙ্গানের উচ্চ এলাকায় ইট নির্মিত সুউচ্চ বেদির ওপর ডিম্বাকৃতি মাপের কয়েকটি কুন্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। যেগুলিকে তারা পশুবলি ও অগ্নি আশ্রয়ী ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে সূর্যের প্রতীক রূপে স্বস্তিকা চিহ্ন, পশুবলি ও তাবিজের ব্যবহার প্রভৃতি হরপ্পা সভ্যতায় এক আদিতান্ত্রিক ঐতিহ্যর আবহ প্রকাশ করে।